দৈনিক সংবাদ
11 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬.....

ভিকারুননিসা ঃ নূন বিশ্ববিদ্যালয়

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোপূর্বে এ জায়গা স্কুলের সাবেক দারোয়ান মরহুম ফখরুদ্দিনের রান্নার ব্যবসা এবং গাড়ি ব্যবসার স্থান হিসেবে ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। স্কুল ও কলেজের টাকা ঋণ হিসেবে নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পর্ষদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বসম্মত অনুমোদন দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১শ' ৩৩ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। তারা সবাই ৩য় সেমিস্টারের ছাত্রী।

এ ব্যাপারে আলাপ করলে স্কুল ও কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা রোয়েনা ইসলাম বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় স্কুল ও কলেজের ১০ বিঘা জমি অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. এইচ. বি. এম ইকবালের নামে রেজিস্ট্রি করা করা হয়েছে এবং স্কুল ও কলেজের জমি দানপত্র করার সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বলেন, 'ভিকারুননিসা নূন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ বিঘা জমির ওপর ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের ছাত্রী, শিক্ষকদের কোন অধিকার নেই; এছাড়া স্কুল ও কলেজের ৬ কোটি টাকা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তিনি একই ক্যাম্পাসে স্কুল ও কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না উল্লেখ করে বলেন, 'এর ফলে মনস্তাত্বিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা ইউনিফর্ম ছাড়া ফ্যাশন করে, মোবাইল হাতে ঘুরে বেড়ায়, যা কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকা স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের ওপর মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টি করে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মিত হলে স্কুলের জুনিয়র শাখার প্রবেশ পথ, মাঠ বন্ধ হয়ে যাবে।' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, অফিস রুম শিক্ষকদের ব্যবহার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গেট বন্ধ প্রভৃতি বিষয় স্বীকার করে বলেন, 'স্কুল ও কলেজের অর্থে বাড়তি বিদ্যুৎ খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসি চলতে পারে না। তিনি বলেন, 'স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে যেতে পারেন, তবে রুম ব্যবহার করছেন— এটা ঠিক নয়।' গেট বন্ধ করা প্রসঙ্গে বলেন, 'স্কুল ও কলেজ ছাত্রীদের মনস্তাত্বিক সমস্যা যেন সৃষ্টি না হয় সেজন্য ১নং গেট দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

অন্যদিকে সাবেক অধ্যক্ষা হামিদা আলীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করলে তিনি বলেন, 'স্কুল ও কলেজের বর্তমান কর্তৃপক্ষ এক ধরনের হীনম্মণ্যতার পরিচয় দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার প্রক্রিয়া নিয়ে।' তিনি বলেন, 'মূল সমস্যা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনে আমার ও ফাউন্ডেশনের সভাপতিসহ ৭ সদস্যের আজীবন সদস্যপদ।

তিনি বলেন, 'আমার বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনে থাকার কোন ইচ্ছে নেই, বর্তমান স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষই পরিচালনা করুক, শুধু প্রতিষ্ঠান বন্ধ না হোক— এটাই চাই।'

অধ্যক্ষা হামিদা আলীসহ ৬ সদস্যের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব সংবলিত চিঠিটি পেয়েছেন বলে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোয়েনা ইসলাম স্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন, 'এই চিঠি কোন সমাধান নয়। এর উদ্যোগ নিতে পারে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।' তিনি আলাপকালে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে না তাকিয়ে স্কুল ও কলেজের যেসব সমস্যা আছে তা সমাধান করা উচিত। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজের সিস্টার প্রতিষ্ঠান নয়, এখানে বিপুল অর্থ ব্যয়ে পড়ার সামর্থ্য সবার নেই।

এ ব্যাপারে আরও একটি সূত্র জানায়, 'বর্তমানে স্কুল ও কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বের কারণেই বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল ও কলেজের বর্তমান কর্তৃপক্ষ মনে করছেন, আজীবন সদস্যপদ পাওয়ার ফলে ফাউন্ডেশন সদস্যদের অপসারণ করা যাবে না এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব করতে পারবেন না। এ কারণেই তারা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে চান। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কর্তৃত্ব বর্তমান স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে এলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ নাও হতে পারে।